সমকাল

তারিখ ... 06 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

মতলব দক্ষিণ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস

অফিস না করেই বেতন তুলছেন হিসাব সহকারী

■ মতলব (চাঁদপুর) প্রতিনিধি

'সাংবাদিকদের কীভাবে শিক্ষা দিতে হয় তা আমার জানা আছে। আমি আসছি, দেখে নেব আপনি কীভাবে মতলবে থাকেন। আপনি কত বড় সাংবাদিক। আপনাকে শিক্ষা দেব। আপনাকে পেটানোর জন্য প্রয়োজনে টাকা খরচ করব। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে আপনি জানেন না।' গত শনিবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আক্তার হোসেনের কাছে তার স্ত্রী মতলব দক্ষিণ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের হিসাব সহকারী বেনজির আক্তারের অফিসে গরহাজির বিষয়ে মোবাইল ফোনে জানতে চাইলে তিনি এই প্রতিবেদককে এভাবেই হুমকি দেন।

বেনজির আক্তার বর্তমানে মতলব দক্ষিণ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে কাগজে-কলমে কর্মরত আছেন। ২০১৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বেনজির আক্তার মতলব দক্ষিণ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যোগ দেন। পরে গত বছরের ১৮ নভেম্বর থেকে ২০১৬ সালের ১৬ মে পর্যন্ত তিনি মাতৃত্বকালীন ছুটিতে ছিলেন। মাতৃত্বকালীন ছুটির আগে এবং পরে তিনি অফিস না করেই বেতন তুলছেন। এ নিয়ে হয়রানির ভয়ে মুখ খোলেন না কেউ। মাঝে মধ্যে অফিসে গিয়ে হাজিরা খাতায় পুরো সপ্তাহ কিংবা মাসের সই দিয়ে আসেন। সরেজমিনে বেনজির আক্তারের উপস্থিতির বিষয়ে জানতে চাইলে অফিসের অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হয়রানির ভয়ে সঠিক কিছু বলেন না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কেউ কেউ বলেন, বেনজির আক্তার যে ক'দিন অফিসে এসেছেন হাজিরা দিয়েই ১০টার মধ্যে চলে গেছেন। হয়রানির ভয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক শিক্ষক বলেন, বেনজির আক্তারকে আমরা কখনই অফিসে দেখিনি। এর আগে বেনজির আক্তার মতলব উত্তর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং হাইমচর প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত ছিলেন। সেখানেও মাসের পর মাস একই রকম গরহাজির ছিলেন।

এদিকে এ সংবাদের তথ্য সংগ্রহ কাজে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আক্তার হোসেন। গত দু-তিন দিন ধরে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের অসংখ্য ব্যক্তিকে দিয়ে মোবাইল ফোনে এই প্রতিবেদকের ওপড় নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করেছেন তিনি। এ ব্যাপারে মতলব দক্ষিণ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক শিকদার মোবাইল ফোনে জানান, তিনি বসের (ডিপিও স্যার) স্ত্রী বেনজির আক্তারকে মানবিক কারণে সেক্রিফাইস করছেন। পরে শুধরানোর সুযোগ চেয়ে এ সংবাদটি না ছাপানোর অনুরোধ করেন তিনি।

তবে হিসাব সহকারী বেনজির আক্তারের বক্তব্যের জন্য গত ২১, ২২, ২৩ ও ২৮ আগস্ট দুপুরে অফিসে গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি।